চন্দ্রগুপ্ত

সম্পাদনা

ড. সুবিকাশ জানা

শিলালিপি
কলকাতা—৯

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের

চন্দ্রগুপ্ত

সম্পাদনা

ড. সুবিকাশ জানা

শি লা লি পি

৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কোলকাতা—৭০০ ০০৯

প্রকাশক ঃ
শ্রী অরুণকান্তি ঘোষ
শিলালিপি
৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কোলকাতা-৭০০ ০০৯

'CHANDRAGUPTA'
edited by : Dr. Subikash Jana

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১০

গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য ঃ ১৫০.০০ টাকা মাত্র

বর্ণ সংস্থাপন ঃ
ঝর্ণা প্রিন্টার্স
কোলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রণ ঃ
ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১এ, গড়পার রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	৭
কুশীলবৃন্দের পরিচয়	১২
নাটকের পাঠ	১৯
কাহিনী	৪২
ঐতিহাসিকতা	৪৭
নায়ক বিচার	৫১
নায়িকা বিচার	৫৬
গঠন শৈলী	৬০
পটভূমিকা	৬৮
ভাষা	৭১
সংলাপ	৭৭
অলংকার	৮২
ট্র্যাজেডি	৮৭
উপকাহিনী	৯৩
সঙ্গীত	৯৭
নামকরণ	১০৫
নাট্যকারের উদ্দেশ্য	১১০
রাত্রির ভূমিকা	১১৪
পুরাণ প্রসঙ্গ	১১৯
ভারতীয় ও গ্রীক সভ্যতা	১২২
হাস্যরস	১২৫
নাটকীয় দ্বন্দ্ব	১২৮
প্রবাদ	১৩৪
সংস্কার	১৩৭
প্রেমমনস্তত্ত্ব	১৩৯
বিভিন্ন দৃশ্য বা চিত্র বর্ণনায় নাট্যকারের কৃতিত্ব	১৪৫
সম্প্রদায়/জাত/বর্ণ প্রসঙ্গ	১৪৭
যুদ্ধের ক্ষেত্র ও যুদ্ধের স্বরূপ	১৪৮
ঘটনার কাল বা কাহিনীর কাল	১৫০
চরিত্র	১৫২

লেখকের নিবেদন

প্রকাশক শ্রী অরুণকান্তি ঘোষ মহাশয়কে কথা দিয়েছিলাম মার্চ ২০০৮-এর মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত ছাপা হয়ে বের হবে। কিন্তু ব্যক্তিগত নানা কারণে প্রকাশিত হতে এপ্রিল ২০১০ হয়ে গেল। গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে ওনার অকুণ্ঠ সহযোগিতা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

নানা বিষয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আশা করি পাঠক-পাঠিকা বিশেষ উপকৃত হবেন। অনেক বিষয়ে অন্যের সঙ্গে আমার গরমিল হতে পারে। তাঁদের সুচিন্তিত মতামত পেলে নিজেকে পুষ্ট করতে পারব।

গ্রন্থটি প্রকাশে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেলে পরবর্তী সংস্করণে ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করব। বর্ণসংস্থাপক ও ছাপাখানার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রেমবাজার
২৫ জুলাই,
২০০৮

বিনীত
সুবিকাশ জানা

❑ নাটকের পাঠ

ঃ প্রথম অঙ্ক ঃ

প্রথম দৃশ্য

সূর্য্যাস্তের কালে সিন্ধু নদের তীরে গ্রীক সেকেন্দার, সেলুকস ও হেলেন দাঁড়িয়েছিলেন। হেলেন পিতা সেলুকাসের হাত ধরে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করছিলেন। ম্যাসিডনের রাজা সেকেন্দার (গ্রিক) সৈন্যধক্ষ সেলুকস কে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য দেখে বলেছিলেন, 'সত্য সেলুকস কি বিচিত্র এই দেশ। দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়;আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়।—এর বিশাল নদ-নদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা কচ্ছে।' তিনি কেবল ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক রূপ দেখে বিস্মিত-আনন্দিত-মুগ্ধ হননি, এই দেশ বর্তমানে যে জাতি শাসন করছে তারও প্রশংসা করেছেন। বলেছেন—আর সবার উপরে এক সৌম্য, গৌর, দীর্ঘ কান্তি জাতি এই দেশ শাসন কচ্ছে। তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্য্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস। এ সৌর্য পরাজয় করে আনন্দ আছে। উদাহরণ হিসেবে বলেন ভারতীয় পুরুষকে যখন বন্দী করে এনে জানতে চাইলাম তিনি আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা করেন? তখন নির্ভীক চিত্তে উত্তর দেন (পুরু) 'রাজার প্রতি রাজার আচরণ।' রাজা পুরুকে দেখে ম্যাসিডনের রাজা সেকেন্দার কেবল বিস্মিত হন নি, কেমন যেন শ্রদ্ধাবোধও করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুরুকে মুক্ত করে তাঁর রাজ্যে প্রত্যার্পণ করলেন।

সেকেন্দার ম্যাসিডন থেকে সৌখিন রাজ্য জয় করতে এসেছিলেন। পথে কোথাও বাধা পাননি। ঝঞ্ঝার মতো মহাশক্র সৈন্য ধূমরাশির মত উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু প্রথম বাধা পান শতদ্রু নদী তীরে পুরুর কাছে। যদিও পুরু পরাজিত হয়েছিলেন, তথাপি পুরুর বীরত্বে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

সেকেন্দার ও সেলুকস যখন কথা বলছেন সিন্ধুনদের তীরে, তখন নন্দের বৈমাত্রেয় ভাই চন্দ্রগুপ্তকে গুপ্তচর ভেবে জনৈক গ্রীক সৈন্যাধক্ষ অ্যান্টিগোনাস ধরে এনেছে। চন্দ্রগুপ্ত জানালেন যে তিনি গুপ্তচর নন। যুদ্ধবিদ্যা শেখার জন্য এসেছেন। তালপাতায় যুদ্ধবিদ্যার কৌশল লিখে নিচ্ছেন। সেলুকসের কাছে সাময়িক নিয়মকানুন শিখেছিলেন। উদ্দেশ্য গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধ করা নয়, তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার করে তাঁকে নির্বাসিত করেছেন। তাই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যুদ্ধ বিদ্যা শিখতে এসেছেন। পুরুর মত শক্তিশালী রাজাকে যাঁরা পরাজিত করতে পারেন, তাঁরা যে বাস্তবিক বীর ও যুদ্ধবিদ্যা জানেন, তাই তাঁদের যুদ্ধের কৌশল আয়ত্ব করার জন্য মাসাধিক কাল ধরে যুদ্ধবিদ্যার নানা দিক আয়ত্ব করছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে সেলুকস যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি চন্দ্রগুপ্ত যে বিশ্বাসঘাতক হবে তা তিনি ভাবতে পারেননি। অ্যান্টিগোনাস সেলুকসের পরে ক্ষিপ্ত হন।